সংবাদ

তারিখ ... 31 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা 8 ... কলাম ... 6

প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষার মানোন্নয়নে নিয়মিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করুন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষার মানোন্নয়নে নিয়মিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও মনিটরিংয়ের জন্য শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, পাবলিক পরীক্ষায় এমপিওভুক্ত অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতাশাব্যঞ্জক ফলাফল করেছে। সেসব প্রতিষ্ঠানের পেছনে সরকারি অর্থ ব্যয়ের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। নিয়মিত পরিদর্শন ও মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা থাকলে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা জানার জন্য পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো না, অনেক আগেই ব্যবস্থা নেয়া যেতো বলে জানান মন্ত্রী।

তিনি গতকাল ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ মিলনায়তনে সারাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মূল্যায়ন ২০১৫ এর চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ওপর জাতীয় বিস্তরণ কর্মশালায় এসব মন্তব্য করেন। সারাদেশের উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ এ কর্মশালায় অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, বেশিরভাগ কলেজে বেলা ১১টার পর শিক্ষক থাকে না, শিক্ষার্থীদের পাওয়া যায় না। শিক্ষকরা মনে করেন, ক্লাসে পড়ালে কোচিং প্রাইভেটে শিক্ষার্থীরা আসবে না। কোন কোন শিক্ষক ক্লাসে শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে না পড়িয়ে কোচিংয়ে বাধ্য করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের নোট বই পড়তে উদ্বুদ্ধ করা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনিয়মিত উপস্থিতি প্রভৃতি অভিযোগও কোন কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে পাওয়া যায়। নিয়মিত পরিদর্শন ও মনিটরিংয়ের মাধ্যমে এসব শিক্ষক নামধারী দুর্জন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়নে উদ্যোগী হওয়ার জন্য শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে গত বছর দেশব্যাপী পরিচালিত মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করে জানানো হয়, মূল্যায়নকৃত ৫২৭টি স্কুল ও মাদ্রাসার মধ্যে শিক্ষার মানের দিক থেকে সবচেয়ে ভালো বলে বিবেচিত হয়েছে রাজশাহীর বোয়ালিয়ার খাদেমুল ইসলাম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ এবং সবচেয়ে দুর্বল বলে বিবেচিত হয়েছে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে উত্তর কুশিয়ারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

কর্মশালায় জানানো হয়, ৬ষ্ঠ ও ৮ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে নির্ধারিত প্রশ্নপত্রে তাৎক্ষণিক শ্রেণী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে এ মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। শিক্ষার মানোন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য ২০১২ সাল থেকে এ ধরনের মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক প্রফেসর ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইন, টিকিউআই প্রকল্প পরিচালক জহির উদ্দিন বাবর, সেকায়েপ এর প্রকল্প পরিচালক ড. মাহামুদুল হক এবং মাউশির পরিচালক প্রফেসর সেলিম মিয়াও বক্তব্য রাখেন।